চল্লশিতম পদ্যের গুপ্ত ইতিহাস — আঠারো নম্বর

দ্বিতীয় হায় — পঞ্চম পর্ব

Jeff Pippenger
2026-07-15

প্রকাশিত বাক্য নয় অধ্যায়ে নীনবের যুদ্ধকে উপস্থাপনকারী “চাবি” এমন এক ইতিহাসের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়েছিল যা একটি মোড় পরিবর্তনের বিন্দু সৃষ্টি করেছিল; আর অবশ্যই, চাবির কাজই সেটি। আমার বক্তব্য এই যে, নীনবের যুদ্ধ কেবল ইসলামধর্মের উত্থানকে চিহ্নিতকারী ঐতিহাসিক চাবিই ছিল না, বরং এটি একটি ভাববাণীমূলক চাবিও। সেই যুদ্ধের ভাববাণীমূলক গতিশীলতা, দানিয়েল ও প্রকাশিত বাক্যে উপস্থাপিত বাইবেলীয় ভাববাণীর রাজ্যসমূহের সমস্ত রেখাকে দানিয়েল এগারো অধ্যায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যে নিয়ে আসে। এভাবে, এটি সেই রাজ্যসমূহ সকলকে দানিয়েল এগারোর শেষে ছয়টি পদ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগ করে দেয়, এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে—চল্লশিতম পদের বহিরাগত গুপ্ত ইতিহাসের মোহর খুলে দেয়।

> আর আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবিগুলি দিবে; এবং তুমি পৃথিবীতে যা কিছু বাঁধবে, তা স্বর্গে বাঁধা থাকবে; এবং তুমি পৃথিবীতে যা কিছু খুলবে, তা স্বর্গে খোলা থাকবে। মথি ১৬:১৯।

মুহাম্মদের রাজ্যের মুক্তি ও উত্থান

৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে নীনবের যুদ্ধ রোমের কৌশল এবং ঈশ্বরের বিধানময় কুয়াশার সহচর্যে পরাজিত পারস্যশক্তির শেষ দশ বছরের সূচনাকে চিহ্নিত করেছিল। এটি সেই সন্ধিক্ষণকে চিহ্নিত করেছিল, যেখানে মুহাম্মদের ইসলামী সৈন্যদল উত্থিত হতে শুরু করে। এই যুদ্ধ এমন একটি প্রতিবন্ধকতাকে অপসারণ করেছিল, যা বিদ্যমান ছিল—এমন এক প্রতিবন্ধকতা, যা তত্ত্বগতভাবে বহাল থাকত, যদি রোম ও পারস্য উভয়েই নিজেদের শক্তি বজায় রাখত। কেউই তা রাখেনি।

সংযম ও মুক্তি

ইসলামের ভাববাণীমূলক প্রতিরূপে আমরা ইসলামের সংযম ও মুক্তিকে দেখতে পাই, একেবারে শাস্ত্রের প্রথম পরিচয় থেকেই, যখন সারা অব্রাহামকে হাজেরা ও ইশ্মায়েলকে সংযত করতে প্রেরোচিত করেছিলেন।

> আর সারা অব্রামকে বললেন, আমার অন্যায় তোমার উপর বর্তাক; আমি আমার দাসীকে তোমার বক্ষে দিয়েছিলাম; আর যখন সে দেখল যে সে গর্ভবতী হয়েছে, তখন আমি তার চোখে তুচ্ছ গণ্য হলাম; সদাপ্রভু আমার ও তোমার মধ্যে বিচার করুন। কিন্তু অব্রাম সারাকে বললেন, দেখ, তোমার দাসী তোমার হাতেই আছে; তোমার যাহা ভালো মনে হয়, তাহার প্রতি তাই করো। আর যখন সারা তাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করলেন, তখন সে তাহার সম্মুখ হইতে পালিয়ে গেল। আদিপুস্তক ১৬:৫, ৬।

সেই ঘটনারও পূর্বে, ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনায় হাজেরাকে অন্তর্ভুক্ত করার কারণ এই যে, প্রভু সারাকে সন্তান ধারণ করা থেকে “নিবৃত্ত” করেছিলেন।

> তখন আব্রামের স্ত্রী সারায় তাঁকে কোনো সন্তান জন্ম দেননি; আর তাঁর একজন দাসী ছিল, একজন মিশরীয় নারী, যার নাম ছিল হাগার। আর সারায় আব্রামকে বললেন, দেখুন এখন, সদাপ্রভু আমাকে সন্তান ধারণ করা থেকে বিরত রেখেছেন; অনুগ্রহ করে, আপনি আমার দাসীর কাছে যান; হয়তো তার দ্বারা আমি সন্তান লাভ করতে পারি। আর আব্রাম সারায়ের কথায় কর্ণপাত করলেন। আদিপুস্তক ১৬:১, ২।

মুহাম্মদকে প্রদত্ত প্রকাশিতবাক্য নয়ের "চাবি", যা পরবর্তীকালে নিনিভেহের যুদ্ধের দ্বারা পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল, ভাববাণীমূলক ইতিহাসের যে-কোনো নির্দিষ্ট পর্যায়ে ইসলামের উপর আরোপিত "নিয়ন্ত্রণ"-এর অপসারণকে নির্দেশ করে।

> "দূতগণ চারটি বায়ুকে ধরে রেখেছেন, যা এমন এক ক্রুদ্ধ অশ্বের দ্বারা প্রতীকায়িত, যে বন্ধন ছিঁড়ে মুক্ত হয়ে সমগ্র পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের উপর দিয়ে ছুটে যেতে উদ্যত, এবং যার গতিপথে ধ্বংস ও মৃত্যু বহন করে।" Manuscript Releases, volume 20, 217.

মোহাম্মদের রাজ্যের "উত্থান ও পতন"কে এতটা উত্থান ও পতন হিসেবে নয়, বরং একটি 'মুক্তি' এবং একটি 'সংযম' হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যখন ইসলামকে ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে মুক্ত করা হয়, সেই মুক্তির চিত্র নীনবীর যুদ্ধের দ্বারা অঙ্কিত হয়েছে।

শুধু ধিক্কারসমূহ

সাতটি তূরীর মধ্যে কেবল ইসলাম-সংক্রান্ত হায়-তূরীগুলিই প্রথমবার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসে প্রবর্তিত হওয়ার সময় থেকে অনুগ্রহের সময়ের সমাপ্তি পর্যন্ত এক ধারাবাহিক শক্তি হিসেবে ইতিহাসব্যাপী বিস্তৃত। পশ্চিম রোমের ওপর আপতিত প্রথম চারটি তূরী যথাক্রমে ওডোয়াসার, গেনসেরিক, আতিলা দ্য হান, এবং আলারিককে উপস্থাপন করেছিল; অতএব, সেগুলি অন্তিম কালে ঈশ্বরীয় ব্যবস্থাপনার চারটি বিচারকারী শক্তির প্রতিরূপরূপে নির্দেশ করে, কিন্তু তাদের আধুনিক প্রতিরূপ ঐ চারটি প্রাচীন শক্তির প্রত্যক্ষ উত্তরসূরি নয়। হায়-তূরীগুলোর ক্ষেত্রে তা নয়। ইসলাম একবার ইতিহাসে প্রবেশ করলে, অনুগ্রহের সময়ের সমাপ্তিতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি ও সংযমের একটি প্রত্যক্ষ রেখা অব্যাহত রাখে। হায়-তূরীগুলোর ক্ষেত্রে 'মুক্তি'-র "চাবিকাঠি" নীনবের যুদ্ধ দ্বারা চিহ্নিত।

নিকোমিডিয়া এবং ২৭ জুলাই, ১২৯৯

অগ্রদূতেরা যথার্থভাবেই ২৭ জুলাই, ১২৯৯-কে সেই একশত পঞ্চাশ বছরের সূচনা হিসেবে শনাক্ত করেছিলেন, যা ২৭ জুলাই, ১৪৪৯-এ সমাপ্ত হয়েছিল; আর সেটিই পরবর্তীকালে তিনশত একানব্বই বছর ও পনেরো দিনের সূচনা করেছিল, যা ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ উপসংহারে পৌঁছেছিল।

পূর্ববর্তী প্রবন্ধে আমরা ১৩৩৩ থেকে ১৩৩৭ সাল পর্যন্ত নিকোমিডিয়ার উপর সুলতান ওরহান গাজী (উসমান প্রথমের পুত্র, যিনি উসমানীয় বেইলিকের প্রতিষ্ঠাতা) কর্তৃক আরোপিত অবরোধটি চিহ্নিত করেছি, যখন তিনি গুরুত্বপূর্ণ বাইজেন্টাইন নগরী নিকোমিডিয়াকে অবরোধ করেছিলেন। এই অবরোধটি নিকোমিডিয়ার বিরুদ্ধে সেই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি, যা তাঁর পিতা উসমানের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। প্রকাশিত বাক্য নয় অধ্যায়, দশম পদের একশত পঞ্চাশ বছর শুরু হয়েছিল ২৭ জুলাই, ১২৯৯ সালে, এবং একটি ভাববাণীর সূচনাবিন্দু হিসেবে, সেই প্রারম্ভিক তারিখের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইতিহাস লক্ষ করা উচিত।

উসমান প্রথম (উসমানীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা) ছিলেন সুলতান ওরহান গাজীর পিতা; তিনি ২৭ জুলাই, ১২৯৯ সালে নিকোমিডিয়ার অঞ্চলে, নিকোমিডিয়া নগরের সন্নিকটে অবস্থিত বাফেউসের যুদ্ধে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এক তাৎপর্যপূর্ণ প্রাথমিক বিজয় অর্জন করেছিলেন; যে নিকোমিডিয়া ছিল রোমান ও প্রারম্ভিক বাইজেন্টাইন ইতিহাসে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ রাজধানী নগরী।

পিতা ও পুত্র

১২৯৯ সালের ২৭ জুলাই, উসমানের বাহিনী এক স্থানীয় গভর্নরের নেতৃত্বাধীন একটি বাইজান্টাইন সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে। এই যুদ্ধকে বিথিনিয়ায় (উত্তর-পশ্চিম আনাতোলিয়া) ক্ষমতা সুসংহত করতে শুরু করার পর উসমানের প্রথম প্রধান স্বাধীন সামরিক সাফল্যগুলির একটি বলে গণ্য করা হয়। এটি একটি ক্ষুদ্র তুর্কি বেইলিক (উপজাতীয় রাজ্য) থেকে এমন এক উদীয়মান শক্তিতে রূপান্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ চিহ্নিত করে, যা পরবর্তীকালে বাইজান্টাইন ভূখণ্ডসমূহকে চ্যালেঞ্জ জানাবে এবং জয় করবে। ঐ তারিখটি ইসলামের জন্য এক বিশেষ পর্বের সূচনা নির্দেশ করে, যা পরিণামে ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপলের পতনের সময় উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় উপনীত হয়। উসমান গাজী যোদ্ধাদের (ইসলামী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ সীমান্তাঞ্চলীয় আক্রমণকারী) ব্যবহার করেছিলেন, এবং সেখান থেকেই গাজী সীমান্তযোদ্ধাদের একটি অধিক সুসংগঠিত সেনাবাহিনীতে গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়, যা উসমান থেকে ক্রমে বিকশিত হয়ে তাঁর পুত্র ওরহানের সময় পর্যন্ত অগ্রসর হয়। উসমানের উত্তরাধিকারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের মধ্যে আরও একটি ছিল এই যে, এটি ইসলামকে ভূসম্পত্তির উপর স্থায়ী অধিকার বজায় রাখতে সক্ষম করেছিল; গাজী যোদ্ধাদের যুদ্ধপদ্ধতির ক্ষেত্রে এর বিপরীতে, তাদের বিশৃঙ্খল আকস্মিক আক্রমণ ও দ্রুত পিছু হটার কৌশল তাদেরকে কেবল বিজয়ের লুণ্ঠিত সম্পদই দিত, কিন্তু কখনও কোনো ভূখণ্ড দিত না।

১২৯৯ সালের ২৭ জুলাই, উসমান নিকোমেদিয়ার অঞ্চলে একটি অভিযান শুরু করেন, এবং চৌত্রিশ বছর পরে তাঁর পুত্র রাজধানী নগর নিকোমেদিয়ার বিরুদ্ধে চার বছরব্যাপী অবরোধ শুরু করেন। পিতা সূচনায়, আর পুত্র সমাপ্তিতে। যুদ্ধ শুরু হয় নিকোমেদিয়া নামে প্রতীকায়িত অঞ্চলের বিরুদ্ধে এবং শেষ হয় নিকোমেদিয়া অঞ্চলের রাজধানী নগর নিকোমেদিয়াকে দখল করার মাধ্যমে। ১২৯৯ থেকে ১৩৩৭ পর্যন্ত একটি আটত্রিশ বছরের সময়কাল, এবং ভাববাণীমূলক অর্থে "আটত্রিশ" সংখ্যা এক উত্থানকে প্রতীকায়িত করে।

> অতএব আমি বললাম, এখন ওঠো, এবং সেরেদ খাল পার হয়ে যাও। তখন আমরা সেরেদ খাল পার হলাম। কাদেশ-বার্নেয়া থেকে যাত্রা করে সেরেদ খাল পার হওয়া পর্যন্ত যে সময় অতিবাহিত হয়েছিল, তা ছিল আটত্রিশ বছর; যতক্ষণ না যুদ্ধোপযোগী পুরুষদের সমগ্র প্রজন্ম সদাপ্রভুর শপথমতো শিবিরের মধ্য থেকে সম্পূর্ণরূপে লোপ পেয়েছিল। দ্বিতীয় বিবরণ ২:১৩, ১৪।

১২৯৯ সালের ২৭ জুলাই থেকে ১৪৪৯ সালের ২৭ জুলাই পর্যন্ত একশত পঞ্চাশ বছর সেই সময়কালকে নির্দেশ করে, যা প্রকাশিত বাক্য নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয় সর্বনাশের অটোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার দিকে পরিচালিত করেছিল। নিকোমিডিয়া ধাপে ধাপে বিজয়ের আটত্রিশ বছর এক পিতা (ওসমান)-এর মাধ্যমে শুরু হয়ে তাঁর পুত্র (অরফান)-এর মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। এই সময়কালটি একটি উপজাতীয় রাজ্যাধিপত্যের ধীরে ধীরে উত্থিত হয়ে এক সাম্রাজ্যে পরিণত হওয়ার প্রথম পদক্ষেপকে চিত্রিত করে।

১২৯৯ সালের ২৭ জুলাই থেকে ১৪৪৯ সালের ২৭ জুলাই পর্যন্ত একশত পঞ্চাশ বছর, এমন একটি চার-বছরের অবরোধকে অন্তর্ভুক্ত করে যা আটত্রিশ বছরের সমাপ্তিকে চিহ্নিত করে। নিকোমিডিয়া জয়ের সূচনা করেছিলেন পিতা ওসমান, এবং এর সমাপ্তি সাধিত হয় ১৩৩৩ থেকে ১৩৩৭ পর্যন্ত এক চার-বছরের অবরোধের মাধ্যমে; এই অবরোধ পরিচালনা করেছিলেন ওসমানের পুত্র।

যখন ১৪৪৯ সালের ২৭ জুলাই একশত পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলো, তখন বাইজান্টিয়ামের সম্রাট কনস্টান্টিন একাদশ, অর্থাৎ পূর্ব রোমের শেষ কনস্টান্টিন, সিংহাসন গ্রহণের জন্য তুর্কিদের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। সেই তারিখ থেকে কনস্টান্টিনোপলের বিজয় পর্যন্ত ছিল চার বছর। সেই চার বছর কনস্টান্টিনোপলের অবরোধের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়, এবং অবরোধের মধ্যেই শেষ কনস্টান্টিন মৃত্যুবরণ করেন। ইসলামের উত্থান একশত-পঞ্চাশ-বছরের এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম আটত্রিশ বছর দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছে, যা চার বছরের এক অবরোধে পরিণতি লাভ করেছিল। যখন একশত পঞ্চাশ বছর সমাপ্ত হলো, তখন ইসলাম এমন এক অবস্থানে উন্নীত হয়েছিল যেখানে পূর্ব রোম তুর্কিদের তৎকালীন অধিকারভুক্ত শক্তির দ্বারা অপমানিত হয়। ১৪৪৯ সালের ২৭ জুলাইয়ের সেই অপমান থেকে চার বছর পূর্ব রোমের পতনের দিকে নিয়ে যায়, যখন কনস্টান্টিনোপল অবরোধের মাধ্যমে অধিকার করা হয়। প্রথম আটত্রিশ বছরের সমাপ্তি একটি অবরোধ দ্বারা চিহ্নিত, এবং অটোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাও একটি অবরোধ দ্বারা চিহ্নিত।

৩৮ এবং ৪০

দ্বিতীয় বিবরণে মোশির দ্বারা উপস্থাপিত প্রতীকরূপে আটত্রিশ সংখ্যা মরুভূমিতে চল্লিশ বছরের ঘোরাফেরার বিচারের শেষে আটত্রিশ বছরকে প্রতিনিধিত্ব করে। অতএব, প্রতীকরূপে আটত্রিশ সংখ্যা চল্লিশ সংখ্যার সঙ্গে একটি সম্পর্ক ধারণ করে। ১২৯৯ সালের ২৭ জুলাই ওসমান নিকোমিডিয়ার অঞ্চল অধিকার করেন, এবং আটত্রিশ বছর পরে তাঁর পুত্র সেই অঞ্চলের রাজধানী নগরী অধিকার করেন। অঞ্চল এবং রাজধানী নগরী—উভয়ই নিকোমিডিয়া ছিল। ইতিহাসবিদেরা এই যুদ্ধকে সেই 'দুই' ধাপের প্রথমটি বলে চিহ্নিত করেন, যা উসমানীয় সাম্রাজ্যের উত্থানের একেবারে সূচনাকে নির্দেশ করে। ইতিহাস দ্বারা চিহ্নিত দ্বিতীয় ধাপটি হলো ১৩০১ সালের নাইসিয়ার যুদ্ধ। সেখানে পিতা ওসমান নাইসিয়া নামে পরিচিত অঞ্চলটি অধিকার করেন, এবং ১৩৩১ সালে, ত্রিশ বছর পরে, তাঁর পুত্র নাইসিয়া নামক রাজধানী নগরী অধিকার করেন, যা একসময় রোমীয়দের একটি রাজধানী নগরী ছিল।

১২৯৯ সাল এবং নিকোমিডিয়ার যুদ্ধের প্রসঙ্গে, দুই ধাপের প্রথম ধাপ হিসেবে, দ্বিতীয় ধাপটি দুই বছর পরে, ১৩০১ সালে আসে। ১২৯৯ হল আটত্রিশের একটি প্রতীক, এবং দুই বছর পরে (চল্লিশ), নিকিয়ার অঞ্চল পিতার দ্বারা অধিকার করা হয়। প্রতিশ্রুত দেশে অধিকার করার জন্য প্রাচীন ইস্রায়েলের উত্থানের মধ্যে আটত্রিশ ও চল্লিশের যে সম্পর্ক, তা ১২৯৯ সালের ২৭ জুলাই এবং ১৩০১ সালে প্রতিফলিত হয়েছে। ইসলামের উত্থানের সেই প্রথম দুই ধাপ সামরিক অভিযানের দ্বারা চিহ্নিত, যা শুরু হয় পিতার দ্বারা অঞ্চল জয়ের মাধ্যমে, এবং শেষ হয় পুত্রের দ্বারা সেই অঞ্চলের রাজধানী জয়ের মাধ্যমে। যখন দুই রাজধানীর পতন ঘটে, তখন তা অবরোধের মাধ্যমে ঘটে। উভয় রাজধানীই কোনো না কোনো সময়ে প্রাচ্য রোমের রাজধানী ছিল।

২৭ জুলাই, ১২৯৯ এবং ১৩০১-এর সময়কাল ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ উপনীত হয়ে সমাপ্তিতে পৌঁছায়; এটি ১৮৩৮ সালের ইতিহাসকে প্রতিনিধিত্ব করে, যখন লিচ প্রথম তাঁর সেই দৃষ্টিভঙ্গি ও ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করেছিলেন—তিনশ একানব্বই বছর ও পনেরো দিনের ভবিষ্যদ্বাণী—যা পরিশেষে ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ পূর্ণতা লাভ করবে। মিলারপন্থীদের জন্য উঠে দাঁড়ানোর দুটি পিদক্ষেপ ছিল ১৮৩৮ এবং ১৮৪০ সাল।

> "১৮৪০ সালে ভবিষ্যদ্বাণীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য পরিপূর্ণতা সর্বত্র ব্যাপক আগ্রহের সঞ্চার করল। এর দুই বছর আগে, দ্বিতীয় আগমনের প্রচারকারী অগ্রগণ্য মন্ত্রীদের একজন, যোশিয়াহ লিচ, প্রকাশিত বাক্য ৯-এর একটি ব্যাখ্যা প্রকাশ করেছিলেন, যাতে তিনি অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। তাঁর গণনা অনুসারে, এই শক্তির পতন ঘটার কথা ছিল 'খ্রিস্টাব্দ ১৮৪০ সালে, আগস্ট মাসের কোনো এক সময়;' এবং এর পরিপূর্ণতার মাত্র কয়েক দিন পূর্বে তিনি লিখেছিলেন: 'যদি ধরা হয় যে প্রথম পর্ব, ১৫০ বছর, তুর্কিদের অনুমতিতে ডিয়াকোজিস সিংহাসনে আরোহণ করার পূর্বেই হুবহু পরিপূর্ণ হয়েছিল, এবং যে ৩৯১ বছর ১৫ দিন, প্রথম পর্বের শেষে শুরু হয়েছিল, তবে তা ১৮৪০ সালের ১১ই আগস্টে শেষ হবে, যখন কনস্টান্টিনোপলে অটোমান শক্তি ভেঙে পড়বে বলে আশা করা যেতে পারে। এবং আমি বিশ্বাস করি, বিষয়টি এইরূপই প্রমাণিত হবে।'—যোশিয়াহ লিচ, Signs of the Times, and Expositor of Prophecy, ১ আগস্ট, ১৮৪০।"
>
> "নির্দিষ্ট সেই সময়েই তুরস্ক, তার রাষ্ট্রদূতদের মাধ্যমে, ইউরোপের মিত্র শক্তিসমূহের সুরক্ষা গ্রহণ করল, এবং এইভাবে নিজেকে খ্রিস্টীয় জাতিসমূহের নিয়ন্ত্রণের অধীন স্থাপন করল। ঘটনাটি ভবিষ্যদ্বাণীকে হুবহু পরিপূর্ণ করেছিল। যখন বিষয়টি জানা গেল, তখন বহুসংখ্যক লোক মিলার ও তাঁর সহযোগীদের গৃহীত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ব্যাখ্যার নীতিসমূহের যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হল, এবং আগমন আন্দোলন এক বিস্ময়কর গতি লাভ করল। বিদ্বান ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ মিলারের সঙ্গে যুক্ত হলেন, তাঁর মতামত প্রচার ও প্রকাশ—উভয় ক্ষেত্রেই; এবং 1840 থেকে 1844 সাল পর্যন্ত এই কাজ দ্রুত বিস্তৃত হলো।" The Great Controversy, 334, 335.

লিচের '৩৮ সালের ভবিষ্যদ্বাণী এবং '৪০ সালের তাঁর সংশোধিত দর্শনের মধ্যে তাঁর চূড়ান্ত বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা তিনি সংশোধিত ভবিষ্যদ্বাণীর দশ দিন পূর্বে, ১ আগস্টে, লিখেছিলেন। ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূরণই বিশ্বকে বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে নিশ্চিত করেছিল। প্রাচীন ইস্রায়েলের উত্থানকে চিহ্নিতকারী আটত্রিশ বছর রক্তসাগর অতিক্রম করা থেকে কাদেশে প্রথম বিদ্রোহ পর্যন্ত দুই বছরকেও অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

> কারণ যে সকল লোক আমার মহিমা এবং আমার সেই সকল আশ্চর্যকর্ম দেখেছে, যা আমি মিশরে ও প্রান্তরে সম্পাদন করেছি, এবং এখন এই দশবার আমাকে পরীক্ষা করেছে, ও আমার বাক্যে কর্ণপাত করেনি; নিশ্চয়ই তারা সেই দেশ দেখবে না, যে দেশের বিষয়ে আমি তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছিলাম; আর যারা আমাকে উত্তেজিত করেছে, তাদের মধ্যে কেউই তা দেখবে না। গণনা পুস্তক ১৪:২২, ২৩।

সেই বিদ্রোহকে দশটি পরীক্ষার মধ্যে শেষ পরীক্ষা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দশটি পরীক্ষাসহ দুই বছরের এক পরীক্ষাকাল, যা মরুভূমিতে অতিবাহিত আটত্রিশ বছরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, 1838 ও 1840 সালের প্রতিরূপ ছিল; এবং 1840 সালে দশ দিনের একটি সময়কাল

অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এবং ১২৯৯ সালের ২৭ জুলাই উসমানের মাধ্যমে ইসলামের উত্থানের সূচনাবিন্দু একটি আটত্রিশ বছরের পর্বের সূচনা করে, যা ১৩৩৭ সালে চার বছরের অবরোধের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। ১২৯৯ সালের ২৭ জুলাই ছিল সেই দুই ধাপের প্রথমটি, যেগুলোকে ইতিহাসবিদেরা উসমানীয় সাম্রাজ্যের উত্থানের সূচনাবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করেন; এবং দ্বিতীয় ধাপটি ছিল ১৩০১ সাল। ১২৯৯ ও ১৩০১ সালে নিকোমিডিয়া ও নাইসিয়ার যুদ্ধের এই দুই ধাপ ১৮৩৮ ও ১৮৪০ সালের প্রতিরূপ। ভবিষ্যদ্বাণীর শুরু তার সমাপ্তিকে চিত্রিত করে।

নিকোমিডিয়া এবং নিসিয়া উভয়ই তাদের নিজ নিজ ইতিহাসে সাময়িকভাবে পূর্ব রোমের রাজধানী হিসেবে কাজ করেছিল। অবশ্যই, অবশেষে ৩৩০ খ্রিষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপল পূর্বাঞ্চলের রাজধানী হয়ে ওঠে এবং ১৪৫৩ সাল পর্যন্ত সেই অবস্থানে ছিল। নিকোমিডিয়া ও নিসিয়া কনস্টান্টিনোপলের পতনের প্রতিরূপ; ইসলামি অবরোধসমূহের ফলে সকলেরই পতন ঘটে, যা এমন এক অভিযানের সমাপ্তি নির্দেশ করেছিল, যেখানে ইসলাম প্রথমে সেই ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে রাজধানী নগরী অধিকার করে।

১৩৩৩ থেকে ১৩৩৭ পর্যন্ত প্রথম চার-বছরের অবরোধটি ১৪৪৯ থেকে ১৪৫৩ পর্যন্ত সেই চার বছরকে প্রতিনিধিত্ব করে, যখন ভবিষ্যদ্বাণী সমাপ্ত হয়েছিল। তিনশ একানব্বই বছর পেরোনো দিন পরে ইসলাম সংযত করা হয়, যখন মিলারাইটরা 'উত্থিত' হয় সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক শক্তির অধীনে, যা 'আটত্রিশ এবং চল্লিশ' বৈশিষ্ট্যে উপস্থাপিত, যেমনটি ২৭ জুলাই, ১২৯৯ এবং ২৭ জুলাই, ১৪৪৯-এর ইতিহাসের আলফা ইতিহাসে উপস্থাপিত হয়েছে। ইসলামের উত্থান এবং ঈশ্বরের অন্তিম-দিনের দূতদের উত্থান একটি সংখ্যাগত প্রতীকে উপস্থাপিত হয়েছে, যা ৩৮ এবং ৪০-এর সংখ্যাগত সম্পর্ক দ্বারা নির্মিত।

যিহিষ্কেল সাঁইত্রিশ অধ্যায়ে ইসলাম হলো পূর্ববায়ুর সেই বার্তা, যা মৃত শুকনো অস্থিগুলোর উপর শ্বাসরূপে প্রবাহিত হয়, যেন তারা উঠে দাঁড়ায় এক মহাপরাক্রান্ত সৈন্যদল হিসেবে। যিহিষ্কেলের বার্তা যখন উপস্থিত হয়, তখনই উঠিয়া দাঁড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়, যেমনটি ১৮৩৮ এবং ১৮৪০ সালের মিলারাইট ইতিহাসে ঘটিয়াছিল। সেই বার্তা ৯/১১-এ উপস্থিত হয়েছিল, এবং অচিরেই আগত রবিবার-আইনের সময় সেই অস্থিগুলো এক মহাপরাক্রান্ত সৈন্যদল হিসেবে দাঁড়ায়। অন্তিম দিনে বিজয়ী মণ্ডলী হিসেবে ঈশ্বরের সৈন্যদলের উত্থান ১৮৩৮ ও ১৮৪০ দ্বারা প্রতিরূপিত হয়েছে। ৯/১১ হইতে রবিবার-আইন পর্যন্ত সময় ১৮৪০ হইতে ১৮৪৪ দ্বারা প্রতিরূপিত হয়েছিল, কিন্তু এটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ হইতে ন্যাশভিলের অগ্নিগোলকসমূহ পর্যন্ত সময়কালকেও প্রতিরূপিত করে।

পূর্ব রোম

প্রথম (মহান) কনস্টান্টাইনের দ্বারা সাম্রাজ্যের বিভাজন থেকে শেষ কনস্টান্টাইন পর্যন্ত পূর্ব রোমের ভাববাণীমূলক ইতিহাস প্রতিনিধিত্ব করা হয়। অতএব, এই ভাববাণীমূলক সময়কাল একটি ভাববাণীমূলক বা প্রতীকী পিতা ও পুত্র দ্বারা চিহ্নিত, যেমনটি তাদের নাম দ্বারা প্রতিফলিত হয়, যদিও মহান কনস্টান্টাইন ও একাদশ কনস্টান্টাইনের মধ্যে সরাসরি রক্তসূত্রে বংশধারা ছিল না। প্রথম ও শেষ কনস্টান্টাইনকেও ভাববাণীমূলকভাবে আলফা ও ওমেগা প্রতীকরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে; এবং পিতা (আলফা) কনস্টান্টিনোপলকে রাজধানী হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন, আর পুত্র (ওমেগা) অবরোধের সময় মৃত্যুবরণ করেন, যখন কনস্টান্টিনোপল রাজধানী থাকা বন্ধ করে। পূর্ব রোমের ভাববাণীমূলক সময়কাল প্রথম ও শেষ কনস্টান্টাইনের দ্বারা চিহ্নিত। ১৫০ বছরের যে

সময়কাল ১২৯৯ সালের ২৭ জুলাই শুরু হয়েছিল, তা একটি ৩৮ বছরের সময়কাল অন্তর্ভুক্ত করে এবং ৪০ বছরের এক অবরোধের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। সেই অবরোধ ১৪৪৯ থেকে ১৪৫৩ সাল পর্যন্ত সময়ের প্রতিরূপ ছিল। নিকোমিডিয়ার অভিযান একটি ভূখণ্ড বিজয়ের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল এবং সেই ভূখণ্ডের রাজধানী বিজয়ের মাধ্যমে শেষ হয়েছিল। প্রথম ও শেষ কনস্টান্টাইনের মতোই, নিকোমিডিয়া বিজয়ও এক পিতা (প্রথম) দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং এক পুত্র (শেষ) দিয়ে সমাপ্ত হয়েছিল।

চার বছর

একশত পঞ্চাশ বছরের সূচনাকালের এক চার-বছরের অবরোধ, যা ১৪৪৯ সালে কনস্টান্টাইন দ্য লাস্ট-এর অপমান থেকে ১৪৫৩ সাল পর্যন্ত—যখন কনস্টান্টিনোপল অবরুদ্ধ হয়ে পতিত হলো—সেই চার বছরের দিকে পরিচালিত করেছিল। দ্বিতীয় সর্বনাশের সময়-ভাববাণী, যা তিনশত একানব্বই বছর ও পনের দিনকে প্রতিনিধিত্ব করে, ১৪৪৯ সালের ২৭ জুলাই শুরু হয়েছিল এবং ১৮৪০ সালের ১১ আগস্টে শেষ হয়েছিল। সেই তারিখটি এক চার-বছরের সময়পর্বের সূচনা নির্দেশ করে, যেটিকে সিস্টার হোয়াইট ঈশ্বরের শক্তির এক গৌরবময় প্রকাশ বলে অভিহিত করেছিলেন।

> "যে স্বর্গদূত তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার ঘোষণায় একত্রিত হন, তিনি তাঁর মহিমায় সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করবেন। এখানে বিশ্বব্যাপী পরিসর ও অভূতপূর্ব শক্তির একটি কাজ পূর্ববাণীকৃত হয়েছে। 1840–44 সালের আগমন-আন্দোলন ছিল ঈশ্বরের শক্তির এক গৌরবময় প্রকাশ; প্রথম স্বর্গদূতের বার্তা পৃথিবীর প্রত্যেক মিশনারি কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল, এবং কিছু দেশে এমন গভীর ধর্মীয় আগ্রহ দেখা গিয়েছিল, যা ষোড়শ শতাব্দীর সংস্কার-আন্দোলনের পর থেকে কোনো দেশেই প্রত্যক্ষ করা যায়নি; কিন্তু তৃতীয় স্বর্গদূতের শেষ সতর্কবাণীর অধীনে সংঘটিত মহাশক্তির আন্দোলন এগুলোকেও অতিক্রম করবে।" The Great Controversy, 611.

১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট ইসলাম সংযত করা হয়েছিল, এবং সেখানে একটি চার বছরের সময়কাল ছিল, যা উভয়ই পেন্টেকোস্টে পবিত্র আত্মার বর্ষণের সঙ্গে এবং প্রকাশিতবাক্য আঠারোর পরাক্রান্ত স্বর্গদূতের অবতরণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ—যখন ৯/১১-এ তৃতীয় সর্বনাশের ইসলাম নিউ ইয়র্কের "মহান অট্টালিকাগুলোর" ওপর আঘাত হানে। ৯/১১ এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহরের সময়ের সূচনা নির্দেশ করে। সীলমোহর একটি সময়কাল, এবং সীলমোহরের সময়কালের সমাপ্তি সেই সময়কালের সূচনার বৈশিষ্ট্য বহন করে। ৯/১১-এ যখন খ্রিষ্ট অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন তিনি ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর দুই সাক্ষীকে পুনরুত্থিত করার জন্য মীখায়েলের অবতরণের প্রতিরূপ স্থাপন করেছিলেন, যখন সীলমোহরের চূড়ান্ত সময়কাল শুরু হয়েছিল।

নীনবীর যুদ্ধকে যে চাবিকাঠি নির্দেশ করে, তা ইসলামের বিভিন্ন মুক্তিকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা ১৪৫৩ সালের মধ্যে পূর্ব রোমকে পতিত করত। দশম পদের "পাঁচ মাস"-এর এক শত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে, সূচনাতেও এবং সমাপ্তিতেও একটি চার-বছরের সময়কাল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই দুই চার-বছরের সময়কাল তিন শত একানব্বই বছর ও পনেরো দিনের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সংযুক্ত, যা ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ পর্যন্ত একটি চার-বছরের সময়কালকে চিহ্নিত করেছিল, যখন খ্রিস্ট "তাঁর মহিমায় সমগ্র পৃথিবীকে" আলোকিত করতেন। ১৮৪৪ সালে ভাববাণীমূলক সময়ের প্রয়োগের অবসান ঘটে, কারণ সময় আর "সময় থাকবে না"।

> এবং যিনি যুগে যুগে চিরজীবী, যিনি স্বর্গ ও তদস্থ সমস্ত কিছু, পৃথিবী ও তদস্থ সমস্ত কিছু, এবং সমুদ্র ও তদস্থ সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাঁর নামে শপথ করলেন যে, আর বিলম্ব হবে না। প্রকাশিত বাক্য ১০:৬।

১৩৩৩ থেকে ১৩৩৭, ১৪৪৯ থেকে ১৪৫৩, ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪

চার-বছরব্যাপী সময়পর্বের ঐ তিনটি রেখা ৯/১১ থেকে রবিবার-আইন পর্যন্ত মোহরাঙ্কনের সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং সেগুলি ৯/১১ থেকে রবিবার-আইন পর্যন্ত সেই ফ্র্যাক্টালের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ থেকে ইসলামকে ন্যাশভিলের অগ্নিগোলকসমূহ নিক্ষেপ করার জন্য পুনরায় মুক্ত করা পর্যন্ত উপস্থাপিত হয়েছে।

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ থেকে ন্যাশভিলের অগ্নিগোলকসমূহ পর্যন্ত ভাববাণীমূলক ফ্র্যাক্টালটি তিনটি চার-বছরব্যাপী ভাববাণীমূলক সময়পর্বের দ্বারা প্রতিরূপিত হয়েছে, যা সকলই ৯/১১ থেকে সানডেল পর্যন্ত সীলমোহরের সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং, চারজন সাক্ষী ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ থেকে ন্যাশভিল আক্রমণ পর্যন্ত ইতিহাসকে শনাক্ত করে, এবং নিনিভেহের যুদ্ধই ছিল এই সাক্ষীদের প্রত্যেকের জন্য সেই "চাবিকাঠি"। 1333, 1449, 1840 এবং 9/11—সবই ছিল মোড়-ফেরার বিন্দু—"চাবিকাঠি।"

> "অতীতের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা আবশ্যক; এবং এই বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগ আহ্বান করা হচ্ছে, যেন সকলেই বুঝতে পারে যে ঈশ্বর এখনো সেই একই ধারায় কার্য করেন, যেভাবে তিনি সর্বদাই করে এসেছেন। তাঁর কার্যকলাপে এবং জাতিসমূহের মধ্যে তাঁর হস্ত এখনো তেমনি দৃশ্যমান, যেমনটি এদেন আদমের কাছে প্রথম সুসমাচার ঘোষিত হওয়ার পর থেকে সর্বদাই হয়ে এসেছে।
>
> "জাতিসমূহের এবং মণ্ডলীর ইতিহাসে এমন কিছু সময়কাল আছে যা সন্ধিক্ষণস্বরূপ। ঈশ্বরের বিধানের মধ্যে, যখন এই বিভিন্ন সংকট উপস্থিত হয়, তখন সেই সময়ের জন্য আলোক প্রদান করা হয়। যদি তা গ্রহণ করা হয়, তবে আধ্যাত্মিক অগ্রগতি ঘটে; যদি তা প্রত্যাখ্যাত হয়, তবে আধ্যাত্মিক অধঃপতন ও সর্বনাশ অনুসরণ করে। প্রভু তাঁর বাক্যে সুসমাচারের অগ্রযাত্রামূলক কার্যকে উন্মোচিত করেছেন, যেমনটি অতীতে পরিচালিত হয়েছে, এবং ভবিষ্যতেও হবে, এমনকি সমাপনী সংঘর্ষ পর্যন্ত, যখন শয়তানীয় শক্তিসমূহ তাদের শেষ বিস্ময়কর আন্দোলন সংঘটিত করবে।" Bible Echo, August 26, 1895.

নিকোমিডিয়া

২৮৪ সালে সম্রাট হওয়ার পর, ২৯৩ সালে ডায়োক্লেশিয়ান সাম্রাজ্যকে আইনগতভাবে পূর্ব ও পশ্চিমে বিভক্ত করে টেট্রার্কি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার সময় নিকোমিডিয়াকে রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় রাজধানী হিসেবে নির্বাচন করেন। কয়েক দশক ধরে নিকোমিডিয়া পূর্বে প্রধান প্রশাসনিক ও সামরিক রাজধানী হিসেবে কার্যকর ছিল। মহামান্য কনস্টান্টাইন নিকটবর্তী বাইজান্টিয়ামে নতুন রাজধানী নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এটিকে একটি ভিত্তিকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন (যার নাম তিনি ৩৩০ সালে কনস্টান্টিনোপল রাখেন)। কনস্টান্টিনোপল প্রধান রাজধানী হয়ে ওঠার পরও নিকোমিডিয়া মারমারা সাগরের পূর্ব তীরে কৌশলগতভাবে অবস্থিত একটি প্রধান আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে রয়ে যায়। অতএব, যদিও এটি রোম বা কনস্টান্টিনোপলের মতো স্থায়ী রাজধানী ছিল না, তবুও

রোমান ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সংক্রমণপর্বে নিকোমিডিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্বাঞ্চলীয় রাজধানী হিসেবে মনোনীত ছিল। একশত পঞ্চাশ বছরের সূচনালগ্নে পূর্ব রোমের একটি রাজধানী জয় করা হয়, এবং এর সমাপ্তিলগ্নে পূর্ব রোমের একটি রাজধানী জয় করা হয়। উভয় জয়ই অবরোধের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ডায়োক্লেশিয়ান

২৯৩ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট ডায়োক্লেটিয়ান টেট্রার্কি ব্যবস্থা কার্যকর করলে আনুষ্ঠানিকভাবে নিকোমিডিয়াকে রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় রাজধানী করেন। টেট্রার্কি ব্যবস্থা সাম্রাজ্যের পশ্চিম ও পূর্ব—এই দুই বিভাগ নিয়ে গঠিত ছিল; পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অংশেই একজন জ্যেষ্ঠ সম্রাট (অগুস্তি) এবং একজন কনিষ্ঠ সম্রাট (সিজার) ছিলেন, যার ফলে 'টেট্রার্কি' শব্দ দ্বারা সূচিত চার সংখ্যার পূর্ণতা লাভ করত।

আলফা ও ওমেগা

ডায়োক্লেটিয়ান স্মির্না মণ্ডলীর ওমেগা প্রতীক, আর নেরো আলফা প্রতীক। কনস্টান্টিন দ্য গ্রেট পের্গামোস মণ্ডলীর আলফা প্রতীক, আর জাস্টিনিয়ান ওমেগা প্রতীক।

রোমকে পূর্ব ও পশ্চিমে 'আইনগত' বিভাজন (যা স্থায়ী হয়নি) ডায়োক্লেটিয়ান সম্পন্ন করেছিলেন, এবং রোমের পূর্ব ও পশ্চিমে ভাববাণীমূলক বিভাজন কনস্টান্টাইন সম্পন্ন করেছিলেন। স্মির্না দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত নির্যাতনের দ্বিতীয় প্রতীকী মণ্ডলীর ইতিহাসকালে, রোম আইনগতভাবে পূর্ব ও পশ্চিমে বিভক্ত হয়েছিল; এবং পার্গামোস দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত আপসের তৃতীয় প্রতীকী মণ্ডলীর ইতিহাসে, রোম ভাববাণীমূলকভাবে পূর্ব ও পশ্চিমে বিভক্ত হয়েছিল। 293 ছিল আলফা এবং 330 ছিল ওমেগা; এবং 330 সালের 11 মে, মহান কনস্টান্টাইন কনস্টান্টিনোপলকে সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে উৎসর্গ করেছিলেন।

২৯৩ সালে ডায়োক্লেশিয়ানের দ্বারা সংঘটিত আইনগত বিভাজন পরবর্তী গৃহযুদ্ধের ফলে ভেঙে পড়ে, যা ৩১৩ খ্রিস্টাব্দে মিলানের ফরমান জারি হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে; তখন পূর্বের কনস্টান্টাইন ও পশ্চিমের লিসিনিয়াস মিলানের ফরমান জারি করে খ্রিস্টধর্মকে বৈধতা প্রদান করেন, এবং কার্যত টেট্রার্কির অবসান ঘটান—অর্থাৎ চারজন সমন্বিত শাসকের সেই ব্যবস্থা, যা ভেঙে দুইটি প্রধান শক্তির মধ্যে সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল (পশ্চিমে কনস্টান্টাইন এবং পূর্বে লিসিনিয়াস)। যে আইনগত বিভাজন এক বিপর্যয়ের সূচনা করেছিল, তা বিভাজন থেকে বিভাজন পর্যন্ত বেশি বছরের একটি সময়কালকে নির্দেশ করে, এবং উভয় বিভাজনই ব্যবস্থাটির পতন ত্বরান্বিত করেছিল।

স্মুর্ণার মণ্ডলী ৬৪ খ্রিষ্টাব্দে নিরোর সময়ে শুরু হয়, যখন রোমের মহাঅগ্নিকাণ্ডকে নিরো খ্রিষ্টানদের উপর নির্যাতন চালানোর জন্য ব্যবহার করেছিল; নিরো খ্রিষ্টানদেরই সেই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাতের জন্য অভিযুক্ত করেছিল। নিরো নির্যাতনের সূচনাকে চিহ্নিত করে এবং অন্তিম কালের চূড়ান্ত নির্যাতনের প্রতিরূপরূপে দাঁড়ায়। সেই চূড়ান্ত নির্যাতন অনুগ্রহের সময়ের সমাপ্তি পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, যখন পাপীয় ক্ষমতা সাহায্যকারীহীন অবস্থায় তার পরিসমাপ্তিতে উপনীত হয়। অতএব, নির্যাতনের প্রথম যুগ রোমের দহন দিয়ে শুরু হয়েছিল, এবং তা রোমের দহন দিয়েই শেষ হয়।

> আর যে দশটি শিং তুমি সেই পশুর উপরে দেখেছিলে, তারা সেই বেশ্যাকে ঘৃণা করবে, এবং তাকে নিঃস্ব ও উলঙ্গ করবে, এবং তার মাংস ভক্ষণ করবে, এবং তাকে আগুনে দগ্ধ করবে। প্রকাশিত বাক্য 17:16।

স্মুর্নার মণ্ডলী ৬৪ খ্রিস্টাব্দে নিরোর সময়ে শুরু হয়, যখন রোমের মহা অগ্নিকাণ্ডকে নিরো খ্রিস্টানদের উপর নির্যাতন চালানোর জন্য কাজে লাগায়, এবং নিরো খ্রিস্টানদেরই সেই অগ্নিকাণ্ডের সূচনাকারী বলে অভিযুক্ত করে। দুই শত পঞ্চাশ বছর পরে, ৩১৩ খ্রিস্টাব্দে মিলানের ফরমানের মাধ্যমে এর সমাপ্তি ঘটে। এই "ফরমান" ছিল সেই বিশ বছরব্যাপী সময়কালের সমাপ্তি, যা ডায়োক্লেটিয়ানের সাম্রাজ্যের আইনগত বিভাজনের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল; এবং এটিই ছিল নিরোর সময়ে শুরু হওয়া স্মুর্নার সেই দুই শত পঞ্চাশ বছরেরও সমাপ্তি। স্মুর্নার মণ্ডলী ও নিরোর দ্বারা প্রতীকায়িত দুই শত পঞ্চাশ বছরের নির্যাতনের মধ্যে ডায়োক্লেটিয়ানের দ্বারা সংঘটিত সর্বাধিক ভয়াবহ নির্যাতনের দশ বছরও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই দশ বছরের নির্যাতন ছিল ডায়োক্লেটিয়ানের বিশ বছরের সময়কালের শেষার্ধ, যা ২৯৩ খ্রিস্টাব্দে তার সাম্রাজ্যের আইনগত বিভাজনের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। ২৯৩ খ্রিস্টাব্দে ডায়োক্লেটিয়ানের দ্বারা সাম্রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমে আইনগত বিভাজন থেকে এক বিশ বছরব্যাপী সময়কাল শুরু হয়, যা দুটি দশ বছরব্যাপী পর্ব নিয়ে গঠিত ছিল।

ডায়োক্লেটিয়ান আইনগতভাবে সাম্রাজ্যকে পূর্ব ও পশ্চিমে বিভক্ত করেছিলেন, এভাবে কনস্টান্টাইনের দ্বারা সম্পন্ন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিভাজনের একটি প্রতিরূপ স্থাপন করেছিলেন। ডায়োক্লেটিয়ানের বিভাজন ছিল পূর্ব ও পশ্চিম—কিন্তু এতে পূর্বে দুইজন শাসক এবং পশ্চিমে দুইজন শাসক ছিল। প্রতিটি অঞ্চলের জন্য একজন প্রধান এবং একজন গৌণ শাসক। ৩০৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি, ডায়োক্লেটিয়ান খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে একাধিক 'ফরমান'-এর প্রথমটি জারি করেন, যা মহা নির্যাতনের সূচনা নির্দেশ করে, (যাকে ডায়োক্লেটিয়ানীয় নির্যাতনও বলা হয়), যা রোমান সাম্রাজ্যে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সবচেয়ে কঠোর ও ব্যাপক নির্যাতন ছিল।

> আর স্মুর্নার মণ্ডলীর দূতের নিকট এই কথা লিখ; যিনি প্রথম ও শেষ, যিনি মৃত ছিলেন এবং জীবিত আছেন, তিনি এই কথা বলেন; আমি তোমার কার্য, এবং ক্লেশ, এবং দারিদ্র্য জানি, (তথাপি তুমি ধনবান) এবং আমি তাদের নিন্দাবাক্য জানি, যারা বলে যে তারা ইহুদি, অথচ নয়, বরং শয়তানের সমাজভুক্ত। তুমি যে সকল বিষয় ভোগ করবে, সেগুলির কোনোটিই ভয় করো না; দেখ, শয়তান তোমাদের মধ্যে কতককে কারাগারে নিক্ষেপ করবে, যাতে তোমরা পরীক্ষিত হও; এবং তোমরা দশ দিন ক্লেশ ভোগ করবে: মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাক, আর আমি তোমাকে জীবনের মুকুট দেব। যার কর্ণ আছে, সে শুনুক আত্মা মণ্ডলীগণের কাছে কী বলেন; যে জয়লাভ করে, দ্বিতীয় মৃত্যুর দ্বারা তার কোন ক্ষতি হবে না। প্রকাশিত বাক্য ২:৮–১০।

ডায়োক্লেশিয়ানের উত্তরাধিকারীদের অধীনে (বিশেষত গ্যালেরিয়াসের সময়) মহা-নির্যাতন ৩১৩ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, যখন মিলানের ফরমানের মাধ্যমে তার অবসান ঘটে। নেরো হলেন নির্যাতনের আলফা-প্রতীক, যা স্মুর্না মণ্ডলীর দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত ভাববাণীমূলক সময়পর্বের ওমেগা-নির্যাতনরূপে ডায়োক্লেশিয়ানকে প্রতিরূপিত করেছিল। এই নির্যাতনের পরিসমাপ্তি ঘটে এক রাজনৈতিক বিবাহ এবং পূর্বের কনস্টান্টিন ও পশ্চিমের লিসিনিয়াসের মধ্যকার এক সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে। ৩১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে কনস্টান্টিন ও লিসিনিয়াস মিলানে সাক্ষাৎ করেন এবং মিলানের ফরমান জারি করেন, যা সমগ্র সাম্রাজ্য জুড়ে খ্রিস্টানদের (এবং অন্যান্যদেরও) ধর্মীয় সহনশীলতা প্রদান করে। তাদের রাজনৈতিক

মৈত্রীকে সুদৃঢ় করার জন্য, এই সাক্ষাতের সময় বা এর কাছাকাছি লিসিনিয়াস কনস্টান্টিয়া (কনস্টান্টিনের বৈমাত্রেয় বোন)-কে বিবাহ করেন। এই বিবাহ ছিল একটি আদর্শ রোমীয় রাজনৈতিক জোট—যা দুই সম্রাটের মধ্যকার চুক্তিকে সিলমোহর দিয়েছিল এবং বহু বছরের গৃহযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যকে সাময়িকভাবে স্থিতিশীল করতে সহায়তা করেছিল। তবে এই জোট দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পরবর্তীকালে কনস্টান্টিন ও লিসিনিয়াস পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, এবং ৩২৪ সালে কনস্টান্টিন লিসিনিয়াসকে পরাজিত করে একচ্ছত্র শাসক হন।

নেরো থেকে কনস্টান্টাইন পর্যন্ত আড়াইশত বছরের স্মির্নার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়পর্ব পূর্ণ হয়েছিল, এবং ৩১৩ সালে পার্গামোসের মণ্ডলী—আপসের মণ্ডলী—শুরু হয়, যা ৫৩৮ সালে থুয়াতিরার মণ্ডলীর মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। স্মির্নার আড়াইশত বছর ছিল নির্যাতনের একটি সময়পর্বের প্রতিরূপ, এবং সমগ্র সময়পর্বের সমাপ্তিতে ডায়োক্লেটিয়ানের নির্যাতন প্রকাশিত বাক্যের "দশ দিন" (দশ বছর) পূর্ণ করেছিল, যেখানে নির্যাতনের সবচেয়ে ভয়াবহ সময়টি সমগ্র সময়পর্বের একটি ফ্র্যাক্টালকে উপস্থাপন করে। এই দশ বছর সেই আড়াইশত বছরের একটি ফ্র্যাক্টাল। সেই দশ বছর নেরোর নির্যাতনের ওমেগাকে উপস্থাপন করে, এবং তাদের সমাপ্তিতে সাম্রাজ্যের ওমেগা-বিভাজন পূর্ব ও পশ্চিমে সংঘটিত হয়।

বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ

স্মির্না ৬৪ সালে রোমের অগ্নিদাহের সময় শুরু হয়েছিল এবং দুই শত পঞ্চাশ বছর পরে, ৩১৩ সালে, মিলানের ফরমান ও পূর্ব ও পশ্চিমের রাজনৈতিক বিবাহের মাধ্যমে শেষ হয়। নির্যাতনের দশ-বছরব্যাপী ফ্র্যাক্টাল ৩০৩ সালে শুরু হয়েছিল এবং ৩১৩ সালে মিলানের ফরমান ও পূর্ব ও পশ্চিমের রাজনৈতিক বিবাহের মাধ্যমে শেষ হয়। ২৯৩ সালে ডায়োক্লেশিয়ানের দ্বারা পূর্ব ও পশ্চিমের আইনগত বিভাজনের মাধ্যমে যে বিশ বছর শুরু হয়েছিল, তা ৩১৩ সালে পূর্ব ও পশ্চিমের রাজনৈতিক বিবাহের মাধ্যমে শেষ হয়। ৩১৩ সালে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সম্পাদিত বিবাহ-চুক্তি ৩২৪ সালের বিবাহবিচ্ছেদের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়, যখন কনস্টান্টাইন পশ্চিমের লাইসিনিয়াসকে পরাজিত করে রোমের একচ্ছত্র শাসক হন। ৩২৪ সালের সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিবাহবিচ্ছেদ ৩২১ সালে প্রথম রবিবার-আইনের তিন বছর পরে সংঘটিত হয়।

৩১৩ থেকে ৩৩০ পর্যন্ত সতেরো বছর একটি রাজনৈতিক বিবাহকে চিহ্নিত করে, এবং স্মুর্না ও নিরো দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত নির্যাতনের অবসান, এবং পের্গামোস দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত আপসের মণ্ডলীর সূচনাকে নির্দেশ করে। ৩১৩ সালে সেই বিবাহের সময় পের্গামোসের সূচনা হওয়ার পর, ৩২১ সালে প্রথম রবিবার আইন জারির মাধ্যমে যে নির্যাতন শুরু হয়েছিল, তার সূচনা ঘটে। তার পর ৩২৪ সালের ভাববাণীমূলক বিবাহবিচ্ছেদ আসে, যা কনস্টান্টাইনের অধীনে পূর্ব ও পশ্চিমকে এক সাম্রাজ্যে নিয়ে আসে। ছয় বছর পরে ৩৩০ সালে পূর্ব ও পশ্চিমে বিভাজন ভাববাণীমূলকভাবে পুনরাবৃত্ত হয়। এই সতেরো বছর পের্গামোস মণ্ডলীর আলফা সময়কালকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা ৫৩৮ সালে থিয়াতীরা মণ্ডলী ভাববাণীমূলক ইতিহাসে আগমন করা পর্যন্ত অব্যাহত থাকত। সেই আলফা সময়কাল ৩৩০ থেকে ৫৩৮ পর্যন্ত সময়ের শেষে একটি ওমেগা ইতিহাসকে প্রতিনিধিত্ব করত। পের্গামোসের ওমেগা ইতিহাস ৪৯৬, ৫০৮ এবং ৫৩৩ সালের সময়কালকে প্রতিনিধিত্ব করে।

সতেরো বছর

রাফিয়ার যুদ্ধের প্টোলেমি "সতেরো বছর" রাজত্ব করেছিলেন, এবং রাফিয়ার যুদ্ধ ও প্যানিয়ামের যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ও ছিল "সতেরো বছর"। ঐ সতেরো বছর প্রতীকীভাবে ৩১৩ থেকে ৩৩০ পর্যন্ত সতেরো বছরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নিরোর স্মির্নার দুই শত পঞ্চাশ বছর পার্গামোস মণ্ডলীর প্রথম সতেরো বছরের দিকে পরিচালিত করেছিল, এবং তা ৪৫৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তৃতীয় ফরমানের সময়ে শুরু হওয়া সেই দুই শত পঞ্চাশ বছরের সঙ্গে সংযুক্ত, যা দানিয়েল আট অধ্যায়ের চৌদ্দ পদে উল্লেখিত ২৩০০ বছরের সূচনাবিন্দু, এবং অ্যাডভেন্টবাদের ভিত্তি ও কেন্দ্রীয় স্তম্ভ। দুই শত পঞ্চাশ বছরের দুই সাক্ষী বাইবেলের ভাববাণীর ষষ্ঠ রাজ্যের সেই দুই শত পঞ্চাশ বছরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা ১৭৭৬ সালে শুরু হয়েছিল এবং এ বছর ২০২৬-এ সমাপ্ত হচ্ছে।

অ্যাডভেন্টবাদের অগ্রদূতেরা ৩১৩ থেকে ৩৩০ সালের সতেরো বছর দেখেননি বা বুঝেননি, কারণ ১৮৪৪ সালে তারা তখনও সপ্তম-দিনের বিশ্রামবার বা সূর্যের দিনের বিষয়টিও বুঝতে পারেননি। তবে তারা প্রকাশিত বাক্য ৯-এর ১০ম পদে উল্লিখিত একশত পঞ্চাশ বছর স্বীকার করেছিলেন, এবং সেটিই এমন এক সময়পর্বের সূচনা-বিন্দু হয়ে উঠেছিল, যা ১৮৪০ সালের ১১ আগস্টে সমাপ্ত তিনশত একানব্বই বছর ও পনেরো দিনের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। সেই উপলব্ধি ঈশ্বরের শক্তির এক মহৎ "প্রকাশ" উৎপন্ন করেছিল।

অগ্রদূতেরা প্রকাশিতবাক্য নয় অধ্যায়ে একশত পঞ্চাশ বছরের দ্বিতীয় কোনো সময়কাল শনাক্ত করেননি। তাদের মৌলিক উপলব্ধিই সেই ভিত্তিমঞ্চ, যার উপর প্রকাশিতবাক্য নয় অধ্যায়ের "নতুন আলো" নির্মিত হয়েছে। সেই আলো উন্মুক্ত হয় নীনবের যুদ্ধের "চাবি" দ্বারা। সেই "চাবি" ভবিষ্যদ্বাণীর একজন শিক্ষার্থীকে দানিয়েল ও প্রকাশিতবাক্যে উপস্থাপিত বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর সমস্ত রাজ্যকে শনাক্ত করতে সক্ষম করে। বাবিলন, মাদীয়-পারস্য, গ্রিস, সেলেউকীয় ও টলেমীয় সাম্রাজ্য, মুহাম্মদের রাজ্য, এবং আরও তাৎপর্যপূর্ণভাবে এটি রোমের সাম্রাজ্যকে বৃহত্তরভাবে প্রতীয়মান করে তোলে—শুধু রোম নয়, বরং পূর্ব ও পশ্চিম রোমের রাজ্যসমূহের, সেই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের (মিথ্যা ভাববাদী), পাপাসির (পশু) এবং জাতিসংঘের (অজগর) উত্থান ও পতনকেও শনাক্ত করার মাধ্যমে। এই সব রাজ্যের সমস্ত উত্থান ও পতন অজগর, পশু ও মিথ্যা ভাববাদীর সেই গতিবিধির সাক্ষ্য বহন করে, যা পরিণামে বিশ্বকে হার-মাগিদোনে নিয়ে আসে। সেই গতিবিধি দানিয়েল এগারোর শেষে ছয়টি পদের মধ্যে উপস্থাপিত হয়েছে, এবং সেই গতিবিধির সূচনা চল্লিশতম পদের গুপ্ত ইতিহাসে উপস্থাপিত হয়েছে।

নীনবের যুদ্ধ অন্তিম-সময়ের ঘটনাবলির ধারাবাহিকতায় রোম সাম্রাজ্য, পূর্ব ও পশ্চিম রোমের রাজ্যসমূহ, এবং পাপাল রোমের সাক্ষ্যসমূহকে সমন্বিত করার জন্য ভাববাণীমূলক মানদণ্ড-নির্ধারক নির্দেশবিন্দু প্রদান করে। অতএব, নীনবের যুদ্ধই সেই চাবিকাঠি যা রোম-সংক্রান্ত বিভিন্ন ভাববাণীমূলক সাক্ষ্যকে সম্পূর্ণরূপে উদাহরণসহ প্রকাশ করে; এবং দানিয়েল এগারোর চৌদ্দতম পদ অনুসারে, দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করে রোম। যে চাবিকাঠি ঐ ধারাগুলিকে একত্রে আনে, তা হলো নীনবের যুদ্ধ।

আমাদের পরবর্তী প্রবন্ধে আমরা প্রকাশিতবাক্য নয়-এর ধ্বংসবাণীগুলি নিয়ে আলোচিত পূর্ববর্তী পাঁচটি প্রবন্ধকে একত্রে সংকলন করা শুরু করব।